দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 JUN 1996
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিশুর বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ

রাজধানী ঢাকা নগরীতে গত রোববার শিশু-কিশোরদের জন্য একটি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার চালু করা হয়েছে। এই কেন্দ্র দেশের শিশু-কিশোরদের শিক্ষায় একটি বাস্তবভিত্তিক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এখানে শিশু-কিশোররা বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষাই পাবে না শুধু, তাদের পছন্দের পেশা গ্রহণের মানসিকতাও গড়ে উঠবে। তারা আকৃষ্ট হবে তাদের পরবর্তী জীবনের লাভজনক পেশার দিকে। ফলে ঐ পেশায় দক্ষতা লাভ ও সফলতা অর্জন সহজ হবে তাদের জন্যে। উদ্যোগটি তাই শিশু-কিশোর সমাজ এবং জাতির জন্যে কল্যাণকর এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

উন্নত দেশসমূহে মানবসম্পদের উন্নয়ন তথা শিক্ষিত জনশক্তি গড়ার পরিকল্পিত উদ্যোগ রয়েছে। সেখানে শিশুকাল থেকে যৌবনের প্রথম প্রহর পর্যন্ত সকলকেই মোটামুটি সকল বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান দেয়া হয়। এরপর থেকে শুরু হয় ঝোঁক ও মেধানুসারে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান। স্কুল জীবনেও তাদের বিশেষ ঝোঁককে বিকশিত করা হয়। ফলে ঝোঁক অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ এবং তাতে দক্ষতা অর্জন তাদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থার ফলেই ঐসব দেশে প্রচুর কর্মের হাত গড়ে উঠছে এবং দেশের উন্নয়নে, বিশেষ করে সার্বিক অগ্রগতিতে তারা বিপুল অবদান রাখতে পারছে। আমাদেরও বাঞ্ছিত জাতীয় উন্নয়নের জন্য এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা কেবল জরুরীই নয়, একান্ত অপরিহার্য।

আমাদের দেশে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কিছু কিছু রয়েছে। তবে চাহিদার তুলনায় এগুলির সংখ্যা নিতান্ত নগণ্য। এছাড়া, এগুলির বেশীরভাগ শিক্ষার্থীই সমাজের বিশেষ বিশেষ অংশের লোক, স্কুলের ঝরেপড়া ছাত্র-ছাত্রী। শিশু-কিশোরদের তো বিভিন্ন পেশার প্রশিক্ষণ লাভের তেমন কোন ব্যবস্থাই নেই বললে একটুও অসত্য বলা হবে না। অথচ জাতীয় উন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন বিপুল জনশক্তি অত্যাবশ্যক। শিশু-কিশোর ও যুব সমাজের একটি বড় অংশ বৃত্তিগত প্রশিক্ষণ পেলে এই জনশক্তি গড়ে তোলা অনেকখানি সম্ভব ও সহজ হবে বলে আশা করা যায়। পরিকল্পিতভাবে দেশের সবখানে শিশু-কিশোরদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে কচি-কাঁচার মেলার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে স্থাপিত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি একটি শুভসূচনা বলে আমরা মনে করি। এ ধরনের আরও অসংখ্য কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে সরকার, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিত্তবান ব্যক্তিদের। বলা নিষ্প্রয়োজন যে শিশু-কিশোরদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন জাতির জন্য একটি কল্যাণকর কাজ। এ কাজের সার্বিক সাফল্য আমরা কামনা করি এবং এর উদ্যোক্তাদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। শিশু-কিশোর সমাজই জাতির ভবিষ্যৎ। তাদের যথাযথভাবে গড়ে তোলা এবং তাদের সবরকম মেধা ও কর্মশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের ব্যবস্থা করা খুবই দরকার।